দর্শনা রেলবাজারে ক্রোকারিজের দোকানে তালা ভেঙে নগদ টাকা চুরি

দর্শনা রেলবাজারে একটি ক্রোকারিজের দোকানের তালা ভেঙে নগদ টাকা চুরির ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার ভোরে সংঘটিত এ ঘটনায় মাত্র দুই মিনিটের মধ্যে দোকানে প্রবেশ করে ড্রয়ার ভেঙে টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় চোরচক্র।

দোকান মালিক মেসার্স রাবিত ক্রোকারিজের স্বত্বাধিকারী জানান, ভোর ৬টা ১০ মিনিটের দিকে চারজন ব্যক্তি দোকানের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে ড্রয়ারে থাকা আনুমানিক ৫ থেকে ৬ হাজার টাকার খুচরা অর্থ চুরি করে নিয়ে যায়।

তিনি আরও জানান, সকালে দোকানে এসে তালা ভাঙা দেখতে পান। পরে দোকানের ভেতরে প্রবেশ করে দেখেন, অন্যান্য সবকিছু ঠিক থাকলেও ড্রয়ারে রাখা টাকা নেই। এরপর সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, মাত্র দুই মিনিটের মধ্যে চোরচক্র তালা কেটে দোকানে প্রবেশ করে নগদ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়।

দোকান মালিকের দাবি, সিসিটিভির ফুটেজ দেখে ধারণা করা হচ্ছে, চোরচক্রের সদস্যরা দর্শনার বাইরের লোক।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করে এবং সিসিটিভির ফুটেজ সংগ্রহ করে।

এ বিষয়ে হিমেল রানা বলেন, “চোরচক্রের সদস্যরা বাইরের লোক বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে ভিডিও ফুটেজ পাঠানো হয়েছে। তাদের শনাক্ত করা গেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

দর্শনা রেলবাজারে ৬ প্রতিষ্ঠানে ১০ হাজার টাকা জরিমানা

দর্শনা রেলবাজার এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে বিভিন্ন অনিয়মের দায়ে ৬টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও পৌর প্রশাসক শাহীন আলম।

অভিযানে দেখা যায়, দর্শনা রেলবাজারের বেশিরভাগ দোকান দীর্ঘদিন ধরে পৌরসভার ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করেনি। অনেক প্রতিষ্ঠানের ১০ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত ট্রেড লাইসেন্সের মেয়াদোত্তীর্ণ রয়েছে। এছাড়াও কিছু দোকানে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা লঙ্ঘনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

এসব অনিয়মের দায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত চৌধুরী ক্লোথ স্টোরকে ১ হাজার টাকা, সানশাইন স্টুডিওকে ২ হাজার টাকা, সেবা ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে ২ হাজার টাকা, মেসার্স নীলা ট্রেডার্সকে ২ হাজার টাকা, বিসমিল্লাহ হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টকে ১ হাজার টাকা এবং সবুজ বাংলা গার্মেন্টসকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করেন। মোট ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম না করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়।

এ সময় বাজার এলাকা পরিদর্শন করে ব্যবসায়ীদের রাস্তার ওপর মালামাল না রাখার নির্দেশনা দেয় প্রশাসন। যাদের নিজস্ব দোকান নেই, তাদের রাস্তার ওপর দোকান বসানো থেকেও বিরত থাকতে বলা হয়।

অভিযানকালে সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহীন আলম বলেন, বাজারে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং ভোক্তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। পৌরসভার ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করে আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে। রাস্তা দখল করে ব্যবসা করলে ভবিষ্যতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অভিযানের সময় দর্শনা রেলবাজারের কাঁচাবাজার এলাকায় রাস্তা দখল করে কাঁচামাল কেনাবেচা এবং গার্মেন্টস ও বেডিং ব্যবসায়ীদের মালামাল দোকানের বাইরে রাস্তার ওপর ঝুলিয়ে রাখার বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রাথমিকভাবে সতর্ক করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, বাজারের কিছু ব্যবসায়ী দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার ওপর মালামাল রেখে ব্যবসা পরিচালনা করছেন, যার কারণে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। তারা বলেন, রাস্তা দখল করে ব্যবসা করা ঠিক নয় এবং প্রশাসনের এমন অভিযান বাজারে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সহায়ক হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানা পুলিশের একটি দল এবং দর্শনা পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

দর্শনা রেলবাজারে ধানের শীষের প্রচারণা অফিস উদ্বোধন ও দোয়া মাহফিল

দর্শনা রেলবাজার যুবদল নেতাকর্মীদের উদ্যোগে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুর ধানের শীষ প্রতীকের নির্বাচনী প্রচারণা অফিস উদ্বোধন ও দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকেলে রেলবাজার এলাকায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির সদস্য ও বিএনপির সাবেক সভাপতি হাজী খন্দকার শওকত আলী। উদ্বোধন শেষে দোয়া মাহফিলে অংশ নিয়ে তিনি বলেন, “দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আমাদের দলের অভিভাবক, আমাদের মা। দেশের গণতন্ত্রের জন্য তিনি দীর্ঘদিন নির্যাতন–জুলুম সহ্য করেছেন, তবুও দেশ ছেড়ে যাননি। একাধিকবার জেল খেটেছেন, স্বৈরশাসন তাকে নিশ্চুপ করতে চেয়েছে, এমনকি চিকিৎসা থেকেও বঞ্চিত হয়েছেন। আমরা সবাই তার দ্রুত আরোগ্যের জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করি। আল্লাহ যেন তাকে সুস্থ

করে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দেন।”

উদ্বোধন ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন রতন, সাবেক ওলামা দল সভাপতি ওমর আলী, জেলা যুবদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম মিঠু, পৌর যুবদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম চঞ্চল, সেলিম মাহফুজ মিলটন, জিয়াউল হক শাহীন, সেলিম মাহমুদ লিটন, নাসির উদ্দিন, কালু মিয়া, হানিফ, জিনারুল, আরিফ, মাসুদ, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মান্নান মাস্টার, যুগ্ম আহ্বায়ক সজীব আহমেদ ও শাকিল খন্দকার, পৌর ছাত্রদল নেতা রানা এবং অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

অনুষ্ঠান শেষে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা এবং বিএনপি প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুর নির্বাচনী সাফল্য কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির মতবিনিময় ও পরিচিতি সভা

দর্শনা রেলবাজার কাঁচাবাজার পট্টিতে রেলবাজার সমবায় সমিতির আয়োজনে নবনির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে মতবিনিময় ও পরিচিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় অনুষ্ঠিত এ সভায় উপস্থিত ছিলেন সমিতির নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দসহ ব্যবসায়ী সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

সভায় সভাপতিত্ব করেন রেলবাজার সমবায় সমিতির সভাপতি জাহিদুল ইসলাম।

নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান, সাবেক অধ্যক্ষ আজিজুল ইসলাম তার বক্তব্যে বলেন, আপনাদের সহযোগিতা, আন্তরিকতা ও সহমর্মিতার কারণেই একটি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন উপহার দিতে সক্ষম

হয়েছি। বিজয়ী ও পরাজিত সকলের মিলেমিশে কাজ করার এই উদারতা বাজারের উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নেবে।

বক্তব্য রাখেন নির্বাচন কমিশনার জাহিদুল ইসলাম। তিনি নবাগত সদস্যদের উদ্দেশে বলেন, আপনারা দায়িত্ব ও বিশ্বাস নিয়ে কাজ করবেন, আমরা আপনাদের পাশে আছি। তবে কেউ যদি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, তাহলে বাজারের সামগ্রিক স্বার্থে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হব। তিনি শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও ব্যবসায়ীদের কল্যাণে সৎভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

এছাড়াও বক্তব্য দেন পরাজিত সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী লিওন রাসেল, পরাজিত সভাপতি প্রার্থী জুয়েল হোসেন, নবাগত সাধারণ সম্পাদক রতন হোসেন ও নবাগত সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন।

বক্তারা সবাই বাজারের উন্নয়ন, ব্যবসায়ীদের অধিকার রক্ষা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে একসঙ্গে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তারা বলেন, ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা শেষ, এখন সময় বাজারের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির নবাগত সদস্যরা এবং রেলবাজার এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ব্যবসায়ী।

মতবিনিময় সভা ব্যবসায়ীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা ও ঐক্যের বার্তা নিয়ে শেষ হয়।

দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন

দশর্না রেলবাজার দোকান মালিক নিবার্চন সম্পুর্ণ। সভাপতি পদে তোফজ্জেল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক পদে আনোয়ার হোসেন নিবার্চিত হয়েছে।

সকাল ৮টা একটানা বিকাল ৪টা পযর্ন্ত বিরতিহীন ভাবে ভোট গ্রহণ চলে। ব্যাপক উৎসাহ উদ্বিপনা আনন্দ মুখোর পরিবেশে ভোটাররা ভোট প্রদান করেন। মোট ভোটার সংখ্যা ছিলো ৮৭০জন। কোনোরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়ায় ভোট গ্রহণ সম্পুর্ণ হয়েছে। পুলিশি কড়া পাহারায় এবং সাংবাদিক ও স্থানীয় নেত্রীবৃন্দের উপস্থিতে ভোট প্রদান করেন ভোটাররা।

দীর্ঘ সাড়ে ৭ বছর পর দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ফলে এ নির্বাচনটি ছিল উৎসব মুখোর। ১৩টি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৩১ প্রার্থী। এরই মধ্যে সভাপতি পদে ৩ জন প্রার্থীর মধ্যে সভাপতি পদে তোফাজ্জেল হোসেন চেযার মার্কায় ৩৪৯ ভোট পেয়ে নিবর্চিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি তরিকুল ইসলাম জুয়েল চশমা মার্কায় ২৯৪ ভোট পেয়েছেন। সহ-সভাপতি পদে আবুল বাসার মোরগ মার্কায় ৪৬৪ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছেন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি আরিফেুল ইসলাম কলস মার্কায় ১৯৩ ভোট পেয়েছেন।

সাধারণ সম্পাদক পদে ৫ জন প্রার্থীর মধ্যে আনোয়ার হোসেন প্রজাপ্রতি মার্কায় ২৫৪ ভোট পেয়ে নিবার্চিত তার নিকটতম প্রার্থী সেলিম মেহফুজ বাই সাইকেল মার্কায় ২৪০ ভোট পেয়েছে। সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে আবিদ হাসান রিফাত হরিণ মার্কায় সর্বোচ্চ ৬৭০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রার্থী আনারস মার্কায় ২১২ ভোট পেয়েছেন। দপ্তর সম্পাদক পদে সোহাগ হোসেন টেবিল মার্কায় ৩৭৩ ভোট পেয়ে অপর প্রার্থী কালু মিয়া হারিকেন প্রতীকে ৩৩৩ ভোট পেয়েছেন। কোষাধ্যক্ষ পদে মিজানুর রহমান দেয়ারঘড়ি মার্কায় ৫৭৩ ভোট পেয়ে নিবর্চিত হয়েছেন। অপর প্রার্থী টিউবয়েল মার্কায় ২৬২ ভোট পেয়েছেন। নির্বাহী সদস্য পদে ১ নং ওয়ার্ডে শরীফ উদ্দীন পেয়ারা মার্কায় ৮৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত। তার প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী হারেজ আলী সেলাই মেশিন মার্কায় ৫২ ভোট পেয়েছে। ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে আব্দুল মিয়া ও শামীম মিয়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছেন। ৫ নং ওয়ার্ডে মেহেদী হাসান বেলচা মার্কায় ৮৪ ভোটপেয়ে নিবার্চিত হয়েছেন। অপর প্রার্থী সেলাই মেসিন মার্কায় ৩২ ভোট পেয়েছেন। ৬ নং ওয়ার্ডে আজিজুল ইসলাম পান পাতা মার্কায় ১২১ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রার্থী হানিফ খাঁ ২৩ ভোট পেয়েছে। ৭ নং ওয়ার্ডে হাবিব শিকদার জবাফুল মার্কায় ৬৬ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছেন। অপর প্রার্থী ২৯ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। জানা গেছে, ২০১৮ সালের ২০ এপ্রিলে দর্শনা রেলবাজার

দোকান মালিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তিন বছর মেয়াদি পরিষদ হলেও বিগত কমিটি দায়িত্বে ছিলেন টানা ৭ বছরেরও বেশী সময়। নানা জটিলতার কারণে ঠিকঠাক সময়ে নির্বাচন হয়নি। অবশেষে চলতি বছরের ২৫ মে গঠন করা হয় উপদেষ্টা পরিষদ।

পরে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী গঠন করা হয় ৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন। এতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে মনোনীত করা হয় অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আজিজুর রহমানকে। এ কমিশনে অপর ৪ কমিশনার হলেন সাংবাদিক জাহিদুল ইসলাম, সাংবাদিক এফএ আলমগীর, মোমিনুল ইসলাম ও মনির হোসেন। গত ১৫ অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী তফসিল ঘোষনা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রফেসর আজিজুুর রহমান। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ি গতকাল ২৩ অক্টোবর ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। খসরা তালিকা অনুযায়ি ভোটার সংখ্যা হয়েছে ৭টি ওয়ার্ডে ৭৬৯ জন। ২৪ থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত ভোটার তালিকায় অর্ন্তভূক্তি, নাম ও ওয়ার্ড সংশোধনী। ২৮ অক্টোবর চুড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ, ২৯ থেকে ৩০ অক্টোবর প্রার্থীদের মধ্যে মনোনয়নপত্র বিতরণ। ১ নভেম্বর মনোনয়নপত্র বাছাই, প্রার্থীতা বাতিলের উপর আপিল, শুনানী ও নিস্পত্তি। ২ নভেম্বর বৈধ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ, ৩ নভেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার, ৪ নভেম্বর চুড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ও প্রতীক বরাদ্দ। ১৪ নভেম্বর সকাল ৮ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত বিরতীহিনভাবে দর্শনা ডিএস সিনিয়র ফাজিল মাদরাসা কেন্দ্রে গোপন ব্যালোটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হবে।

এবারের নির্বাচনে ১৩ টি পদের বিপরিতে তালিকায় রয়েছেন ৩১ জন প্রার্থী। এবারের নির্বাচনে সভাপতি পদে মাঠে রয়েছেন সাবেক সভাপতি তোফাজ্জেল হোসেন (চেয়ার)। নতুনদের মধ্যে রয়েছেন লুতফর রহমান (মই) ও তারিকুল ইসলাম জুয়েল (চশমা)। সাধারণ সম্পাদক পদে ৩ জন পুরণো হলেও ২ জন রয়েছেন নতুন প্রার্থীই। এদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক সহসভাপতি আনোয়ার হোসেন রতন (প্রজাপতি) সাবেক সহসাধারণ সম্পাদক আরিফুর রহমান বাবু (চাঁদতারা), গত নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী সেলিম মেহমুদ লিটন (বাই সাইকেল) নতুনদের মধ্যে রিয়েল ইসলাম লিওন (ছাতা) ও নাসির উদ্দিন খান হাসু (সূর্যমুখি ফুল)। সহসভাপতি পদে আবুল বাসার (মোরড়) আরিফুল ইসলাম জয়নাল (কলস) ও রিন্টু জামান (মাছ)। সহসাধারণ সম্পাদক পদে আবিদ হাসান রিফাত (হরিণ) ও শরিফুল আলম (আনারস)। কোষাধ্যক্ষ পদে সাবেক কোষাধ্যক্ষ

বিল্লাল হোসেন (টিউবওয়েল) ও মিজানুর রহমান (দেয়ালঘড়ি)। দপ্তর সম্পাদক পদে সাবেক দপ্তর সম্পাদক সোহাগ হোসেন (টেবিল) ও কালু মিয়া (হারিকেন)।

এছাড়া ৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১ নং ওয়ার্ডে মোঃ শরীফ উদ্দীন পেয়ারা মার্কায় ৭৫ ভোট পেয়ে নিবার্চিত তার নিকটতম প্রার্থী ফরজ আলী কাঁঠাল মার্কায় ৫২ ভোট পেয়েছে। ২নং ওয়ার্ডে জাহিদুল ইসলাম ৮৮ ভোট পেয়ে নিবার্চিত। অপর প্রার্থী সেলিা মেশিন মার্কায় ৫২ ভোট পেয়েছে। ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে কোন প্রতিদ্বন্দ্বি না থাকায় আব্দুল মিয়া এবং শামীম মিয়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। ৫ নং মেহেদী হাসান (বেলচা) মার্কায় ৮৪ ভোট পেয়ে নিবার্চিত তার নিকটতম প্রার্থী মোঃ ওয়াসীম ফুটবল ৩২ ভোট পেয়েছে। ৬নং ওয়ার্ডে আজিজুল ইসলাম পানপাতা মার্কায় ২১২ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছে। অপর প্রার্থী হানিফ খঁ ২৩ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। এছাড়া ৭ নং ওয়ার্ড থেকে হাবিব শিকদার জবাফুল মার্কায় ৬৬ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রার্থী সাইদুর রহমান উড়োজাহাজ মার্কায় ২৯ ভোট পেয়েছেন।

দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন আজ

সাড়ে সাত বছর পর দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজ শুক্রবার। এই নির্বাচনে ১৩টি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৩১ জন প্রার্থী। দেখার অপেক্ষা, কে হাসেন বিজয়ের হাসি।

সভাপতি পদে ৩ ও সাধারণ সম্পাদক পদে ৫ জনসহ বিভিন্ন পদে মোট ৩১ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। চুয়াডাঙ্গা জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর দর্শনা, যা শিল্পনগরী হিসেবে সারাদেশে পরিচিত। দর্শনা দোকান মালিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় বইছে নির্বাচনী

উৎসবের আমেজ।

নির্বাচন তিন বছর অন্তর হওয়ার কথা থাকলেও এবার তা হচ্ছে দীর্ঘ সাড়ে সাত বছর পর। আগামী ১৪ নভেম্বর শুক্রবার অনুষ্ঠিতব্য এ নির্বাচনকে ঘিরে প্রার্থী ও সমর্থকদের মধ্যে সরব আলোচনা, আর ভোটারদের মাঝে বিরাজ করছে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা।

দর্শনা বাজারের ব্যবসায়ীদের এই নির্বাচন বরাবরই এলাকায় ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণায় মুখর হয়ে উঠেছে এলাকা। বাজারের প্রতিটি অলি-গলি ও প্রধান সড়কে প্রার্থীদের ছবি ও প্রতীকসংবলিত ডিজিটাল বিলবোর্ড ও পোস্টারে ছেয়ে গেছে। পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকেও চলছে প্রচার।

দিনে প্রার্থীদের মাঠে তেমন দেখা না গেলেও সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে কেউ দলবদ্ধভাবে, কেউ একাই প্রচারণা চালাচ্ছেন। প্রতিটি ভোটারকে হ্যান্ডবিল দিয়ে দোয়া ও ভোট প্রার্থনা করছেন প্রার্থীরা।

জানা গেছে, ২০১৮ সালের ২০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির সর্বশেষ ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন। তিন বছর মেয়াদি পরিষদ হলেও বিগত কমিটি টানা সাত বছরেরও বেশি সময় দায়িত্বে ছিল। নানা জটিলতার কারণে নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি।

অবশেষে চলতি বছরের ২৫ মে গঠন করা হয় উপদেষ্টা পরিষদ এবং গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ৫ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন। এতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পান অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আজিজুর রহমান। অন্য সদস্যরা হলেন সাংবাদিক জাহিদুল ইসলাম, সাংবাদিক এফ.এ. আলমগীর, মোমিনুল ইসলাম ও মনির হোসেন।

গত ১৫ অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রফেসর আজিজুর রহমান। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী ২৩ অক্টোবর ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়।

খসড়া তালিকা অনুযায়ী ভোটার সংখ্যা ৭টি ওয়ার্ডে ৭৬৯ জন। ২৪ থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, নাম ও ওয়ার্ড সংশোধন, ২৮ অক্টোবর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ, ২৯-৩০

অক্টোবর প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বিতরণ, ১ নভেম্বর মনোনয়নপত্র বাছাই ও আপিল শুনানি শেষে ২ নভেম্বর বৈধ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়। ৩ নভেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার ও ৪ নভেম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ এবং প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়।

১৪ নভেম্বর সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে দর্শনা ডিএস সিনিয়র ফাজিল মাদরাসা কেন্দ্রে গোপন ব্যালটে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

এবারের নির্বাচনে সভাপতি পদে মাঠে রয়েছেন সাবেক সভাপতি তোফাজ্জেল হোসেন (চেয়ার), নতুনদের মধ্যে রয়েছেন লুৎফর রহমান (মই) ও তারিকুল ইসলাম জুয়েল (চশমা)।

সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সাবেক সহ-সভাপতি আনোয়ার হোসেন রতন (প্রজাপতি), সাবেক সহসাধারণ সম্পাদক আরিফুর রহমান বাবু (চাঁদতারা), গত নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী সেলিম মাহমুদ লিটন (সাইকেল) এবং নতুন প্রার্থী রিয়েল ইসলাম লিওন (ছাতা) ও নাসির উদ্দিন খান হাসু (সূর্যমুখী ফুল)।

সহসভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আবুল বাসার (মোরগ), আরিফুল ইসলাম জয়নাল (কলস) ও রিন্টু জামান (মাছ)। সহসাধারণ সম্পাদক পদে আছেন আবিদ হাসান রিফাত (হরিণ) ও শরিফুল আলম (আনারস)।

কোষাধ্যক্ষ পদে সাবেক কোষাধ্যক্ষ বিল্লাল হোসেন (টিউবওয়েল) ও মিজানুর রহমান (দেয়ালঘড়ি)।

দপ্তর সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সাবেক দপ্তর সম্পাদক সোহাগ হোসেন (টেবিল) ও কালু মিয়া (হারিকেন)।

ওয়ার্ড সদস্য পদে ১নং ওয়ার্ডে ফরজ আলী (কাঠাল) ও মো. শরিফ (পেয়ারা), ২নং ওয়ার্ডে জাহিদুল ইসলাম (মোবাইল) ও হারেজ উদ্দিন (সেলাই মেশিন), ৩ ও ৪নং ওয়ার্ডে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন আব্দুল ও শামীম মিয়া, ৫নং ওয়ার্ডে ওয়াসিম (ফুটবল) ও মেহেদী হাসান (বেলচা), ৬নং ওয়ার্ডে হানিফ খা (আম) ও আজিজুল ইসলাম আজিজ (পানপাতা), ৭নং ওয়ার্ডে হাবিব শিকদার (জবাফুল), সাইদুর রহমান টুটুল (উড়োজাহাজ) ও আজাহার খান ঝন্টু (চায়ের কাপ)।

এ নির্বাচনে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান

নির্বাচন কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আজিজুর রহমান।

দর্শনা রেলবাজারে ভোক্তা অধিকারের অভিযানে দু’ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

পবিত্র মাহে রমজানকে সামনে রেখে দর্শনায় জাতীয় ভোক্তা অধিকারের অভিযানে দু’ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার দুপুরে দর্শনা রেলবাজারে এ অভিযান পরিচালিত হয়। এ অভিযানে দর্শনা রেলবাজারের মেসার্স ইসমাইল ষ্টোর ও মেসার্স বোরহান স্টোরের ব্যাবসায়ীকে জরিমানা করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ভোক্তা অধিকার সূত্রে জানা যায়, গতকাল দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এর নের্তৃত্বে দর্শনা রেলবাজারে অভিযান পরিচালিত হয়।

এ অভিযান পরিচালনা কালে দর্শনা রেলবাজারের মেসার্স ইসমাইল ষ্টোরে পন্যের গায়ে মুল্য তালিকা না থাকার অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৩৮ ধারা মোতাবেক ব্যাবসায়ী ইসমাইল হোসেনকে ২ হাজার টাকা ও পন্যের গায়ে মূল্য তালিকা না থাকা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ মালামাল রাখার অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ এবং ৫১ ধারা মোতাবেক মেসার্স বোরহান স্টোরেকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অপরাধিরা ঘটনাস্থলে জরিমানার টাকা অভিযানিক কর্মকর্তাদের নিকট পরিশোধ করে অন্যান্য দন্ড থেকে রক্ষা পান।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, পবিত্র মাহে রমজান ও ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে দ্রব্যমূল্য বাজারে স্থিতিশীল রাখতে সর্বক্ষিনিক বাজার মনিটরিং অব্যাহত থাকবে। এ অভিযান পরিচালনায়